RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ৮ সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ এপ্রিল - ৪ মে, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 7, Cooch Behar, Friday, 21 April - 4 May, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

উৎসবের মেজাজে বর্ষবরণ কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: আট থেকে আশি পুরোপুরি উৎসবের মেজাজে বাংলা নতুন বছর ১৪৩০ বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাল কোচবিহারবাসী। সকাল থেকেই কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে পুজো দিয়ে বছর শুরু করার জন্য মদনমোহন বাড়িতে ছিল মানুষের ভিড়। আর সেই ভিড় সামলাবার জন্য মদনমোহন বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে এদিন যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ভারত ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের তরফে এদিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষকে কেন্দ্র করে এদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাবের তরফে ক্লাব কক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। খাগড়াবাড়ির ছন্দম নৃত্য সংস্থার তরফেও নাচে-গানে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। সন্ধ্যায় শহীদবাগ মুক্তমঞ্চে ইন্দ্রায়ুধের তরফে প্রতিবারের মত এবারও আয়োজন করা হয় বর্ষবরণ ও সফদার স্মরণ অনুষ্ঠান। এনএনপার্ক, রাজবাড়ি উদ্যান, তোর্ষার তীড়ে এদিন ছিল প্রচুর ভিড়। শহরের রেস্তোরাঁগুলোতেও নববর্ষ উপলক্ষে ছিল বিশেষ পদের আয়োজন। সন্ধ্যা হতেই দোকানে দোকানে লক্ষ করা যায় হালখাতার ভিড়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার থেকে এদিন বিভিন্ন সামাজিক

কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে নববর্ষ পালন করা হয়। নতুন বাংলা বছরকে স্বাগত জানাতে পিছিয়ে ছিল না শহর দিনহাটাও। এদিন সকালে বোর্ডিংপাড়া মাঠ থেকে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রের মঙ্গল শোভাযাত্রা। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়ি, ধুতি পরিধান করে সবাই এই শোভাযাত্রায় পা মেলান। সাথে ছিল বাংলার চিরাচরিত ঢাকের আওয়াজ এবং অতি অবশ্যই কবিগুরুর গান। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে এই শোভাযাত্রায় ছিল বিভিন্ন ধরনের রঙিন মুখোশ। দিনহাটা শহরের পাঁচমাথার মোড়ে রাস্তায় আঁকা রঙিন আলপনা এক অপরুপ দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ঘরোয়া আড্ডায় নববর্ষ উদযাপন করে বিবর্তন সাহিত্য গোষ্ঠী। একই সাথে বিবর্তনের নববর্ষ সংখ্যা এদিন প্রকাশিত হয়। মাথাভাঙ্গাতেও এদিন বিবৃতি পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচিত হয়।

আশার আলো দ্বিতীয় বর্ষের আলু উৎসবে

পার্থ নিয়োগী: হিন্দিতে একটা প্রবাদ চালু করেছিলেন জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লালুপ্রসাদ যাদব। তিনি বলেছিলেন ‘যব তক বিহার মে হে লালু, তব তক সামোসা পে রহেগা আলু’। তবে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি দোষী সাব্যস্ত হয়ে লালু যুগের অবসান হয়ে গেছে বেশ কয়বছর হল। কিন্তু তারপরেও সমোসাতে আজও আলুর ব্যবহার আছে ঠিক আগের মত। কৃষি নির্ভর কোচবিহারের অন্যতম ফসল হল আলু। আর সেই আলুকে নিয়েই আস্ত এক উৎসব। যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। গত ৭ এবং ৮ এপ্রিল কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষের আলু উৎসব। আয়োজক ছিল কোচবিহার আলু উৎসব কমিটি। তাদের সহযোগিতা করেছে কৃষি দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক পবন কাদিয়ান এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি আধিকারিক গোপাল মান সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক বলেন, ‘জেলার কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জেলায় আগামী এক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি হিমঘর হবে। তাতে অন্তত আরও এক লক্ষ মেট্রিক টন আলু রাখা যাবে’। চাষিদের দেখানোর জন্য উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১ জাতের আলু রাখা হয় এই উৎসবে। চিপ সোনা, ফ্রাইড সোনা সহ এই সমস্ত আলু দিয়ে চিপস সহ আরও অনেক শিল্পজাত খাদ্য তৈরি করা যাবে। প্রায় ২০০ জন চাষি ২০ থেকে ২৫ টি প্রজাতির আলু নিয়ে উৎসবে হাজির হয়েছিলেন। কৃষকের আলু সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য ছিল স্টল। একইরকম ভাবে আলু দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের স্টলেও ছিল বেশ ভিড়। আলুকে কেন্দ্র করে কৃষিজাত শিল্প গঠনে উদ্যোগীদের জন্য এই উৎসবে পরামর্শের ব্যবস্থা। প্রলয় রায়ের মত এই আলু উৎসব দেখতে আসা এক ব্যক্তি তো বলেই ফেললেন ‘এই আলু উৎসবে না আসলে জানতেই পারতাম না আলু দিয়ে এতকিছু হয়’? এই উৎসবকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ছিল বেজায় আগ্রহ। আর এরজন্য অবশ্যই আলু উৎসব কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। প্রত্যয় শোনা গেল উৎসব কমিটির কর্তাদের গলাতেও। আলু উৎসব কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি দিলীপ বণিক বলেন ‘দ্বিতীয় বর্ষ এই উৎসবে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। বহু চাষি, মানুষ এসেছেন। আশা করছি এখান থেকে ভালো বার্তা যাবে। জেলার কৃষিকে পাশে রেখে শিল্প এগিয়ে যাবে’। উৎসবের শেষদিনে ৩০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃতদের মধ্যে আছে আলু চাষি এবং আলুর রেসিপি তৈরি করা মহিলা প্রতিযোগিরা। আগামী বছর আরও বড় পরিসরে এই উৎসব করার কথা বললেন আলু উৎসব কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি দিলীপ বণিক। যা শুনে অনেকেই এখন থেকে সামনের বছরের আলু উৎসবের অপেক্ষায় সময় গুনতে শুরু করেছে।

দিনহাটাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ ধরা পড়ল দুষ্কৃতি

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পেটলা রাজাখোরা এলাকায় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সংশ্লিষ্ট ওই এলাকায় অর্জুন মন্ডল (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ইম্প্রোভাইজড সেমি অটোমেটিক পিস্তল, একটি ইম্প্রোভাইজড ওয়ান শাটার, পাঁচটি ৭.৬৫ এমএম বুলেট,

পাঁচটি ৩০৩ এমএম বুলেট। এরপর পুলিশ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ আরও জানান ইতিমধ্যে অর্জুনের বিরুদ্ধে ১০ টিরও অধিক ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন। গতকাল আবারও আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার হওয়ায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

তাপপ্রবাহ বিপদজনক! সাবধান হোন!

অসুস্থতা প্রতিরোধ করুন!

কী করবেন

- রোদে বেরোতে হলে ছাতা ব্যবহার করুন। অথবা মাথা ও কাঁধে ভিজে গামছা/ তোয়ালে/ কাপড়/ টুপি দিয়ে ঢেকে রাখুন।
- পাতলা, ঢিলে, সুতির হালকা রঙের জামাকাপড় পরুন।
- সর্বদা জল সঙ্গে রাখুন। তৃষ্ণা না পেলেও মাঝে মাঝে জল পান করুন।
- বাড়িতে তৈরি শরবত, লেবুজল, ফল– যেমন তরমুজ, শসা ইত্যাদি খান।
- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কী করবেন না

- চড়া রোদে বাইরে না বেরোনোর চেষ্টা করুন। যদি বেরোতেই হয় তাহলে বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
- দিনের বেলা চড়া রোদে বেশি পরিশ্রমের কাজ না করাই ভাল।
- এই সময় অতিরিক্ত চা, কফি, বোতলের ঠান্ডা পানীয় বা মদ্য পান করবেন না।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শীতল ছায়া জায়গায় নিয়ে যান।
- জল/ ওআরএস জলে গুলে দিন। সারা দেহে এবং মাথায় জল ঢালুন। ভেজা শরীরে জোরে জোরে বাতাস দিন।
- যদি রোগী অচেতন থাকে তাহলে তাঁকে পাশ ফেরানো অবস্থায় তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

সিতাই ব্লকে গিরিধারী নদীর উপর নতুন ব্রিজের কাজের সূচনা হল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: সিতাই ব্লকের নেতাজি বাজার সংলগ্ন এলাকায় গিরিধারী নদীর ওপর নতুন ব্রিজ নির্মাণের কাজের সূচনা হল। এই কাজের সূচনা করেন সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ, সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া, বিশু রায় প্রামাণিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই ব্রিজটি নির্মাণের কাজের সূচনা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী গিরিধারী নদীর উপর একটি ব্রিজ ছিল। কয়েক বছর আগে ভারী ধরনের ট্রাক চলাচল করার ফলে ব্রিজটি ভেঙে যায়। ওই পুরানো ব্রিজটি মেরামত করা সম্ভব নয়। তাইতো নতুন ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক জগদীশবাবু আরো বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে রাস্তাঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। সিতাই ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে ২৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাজকে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সব সময় তৎপর। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প সহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সিতাই ব্লকের নেতাজি বাজার সংলগ্ন এলাকায় গিরিধারী নদীর উপর ৯৪ মিটার এই ব্রিজটি নির্মাণ করতে ৭.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জেলা পরিষদের তরফ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

সিএনজি বাস পরিষেবা

টেন্ডার জমা না পড়ায় ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হল সময়সীমা

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) সিএনজি ও ইলেকট্রিক বাস পরিষেবা এখন বিশবাঁও জলে। ৩০টি বাস কেনার জন্য টেন্ডার ডেকেছিল নিগম। কিন্তু সেই টেন্ডারে কোন সংস্থা অংশগ্রহণ করেনি। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৬ এপ্রিল। কিন্তু কোনো টেন্ডার জমা না পড়ায় নিগমের তরফ থেকে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এদিকে ইলেকট্রিক বাস চালুর জন্য কোচবিহার, দিনহাটা, আলিপুরদুয়ারে চার্জিং স্টেশন তৈরির অনুমতি রাজ্য পরিবহণ দপ্তরে চাওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে গ্রীণ সিগন্যাল আসেনি। ফলে সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষ কবে সিএনজি বা ইলেকট্রিক বাসে চড়বে তা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না নিগমের কর্তারা।

পরিবেশ দূষণ ও জ্বালানি খরচ কমাতে পরিবেশবান্ধব বাসের ওপর জোড় দিচ্ছে রাজ্য সরকার। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় এখন অনেক রুটেই সিএনজি ও ইলেকট্রিক সরকারি বাস চলছে। এনবিএসটিসি সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী পরিবহণ দপ্তর থেকে দুই ধাপে ৩০ টি সিএনজি বাস কেনার জন্য ১২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকে কোচবিহার বিভিন্ন রুটে এই বাসগুলি চলবে। এর জন্য কোচবিহার, ফালাকাটা, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা ও কলকাতায় সিএনজি ফিলিং স্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু টেন্ডারে কোনো সংস্থা অংশ না নেওয়ায় সবটাই এখন বাতিল হয়ে পড়েছে।

এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, নিয়ম অনুযায়ী ধাপে ধাপে তারা তাদের কাজ করছেন। চলতি বছরেই সিএনজি ও ইলেকট্রিক দুটো বাস পরিষেবাই চালু হয়ে যাবে।

কর্মীদের কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী উদয়ন গুহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের গোবরাছড়া-নয়ারহাট অঞ্চল সম্মেলনে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বক্তব্যে একথাই উঠে এল। দিনহাটার নয়ারহাটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, আমাদের দলের মধ্যেই চক্রান্ত হচ্ছে। পছন্দ সই প্রার্থী না হলে কংগ্রেস, সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হারানোর চেষ্টা হবে। তিনি বলেন, অন্য দল জেতা তো দূরের কথা এই এলাকায় তৃণমূল ছাড়া অন্য কোন দল যদি দাঁড়ায় তার জন্য দায়ী থাকবে এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। কাজেই সিপিএম, বিজেপি যাতে কোন প্রার্থী খুঁজে না পায় সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে উদয়ন গুহ বলেন, ভয় দেখিয়ে কেউ যদি মনে করেন দল তার কথাতে চলবে তাহলে ভুল করবেন। হাওয়া গরম করবেন, তা চলবে না।

নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, রাজ্যে উন্নয়নের কাজ করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্য জুড়ে সাড়া জাগিয়েছে। বিরোধীরা প্রতি পদে পদে তাঁর সাদা কাপড়ে দাগ লাগাতে চাচ্ছে। পার্থ চ্যাটার্জি আজ জেলে। তার বাড়ি থেকে কোন টাকা পাওয়া যায়নি। টাকা পাওয়া গিয়েছে তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে। এখানে পার্থ চ্যাটার্জি কি করে দোষী হয় প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। পাশাপাশি তিনি বলেন, অনুব্রত মণ্ডল কি গরু পাচার করেছেন। গরু যখন উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভিন রাজ্য থেকে ট্রাকে ট্রাকে আসে তখন সেখানকার প্রশাসন কি করে। আসলে অনুব্রতকে টাইট দেওয়ার জন্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে তিহার জেলে পাঠানো হয়েছে।

এদিনের এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য, গোবরাছড়া-নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মমতাজ বেগম ছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের এই সম্মেলনে গোবরাছড়া-নয়ারহাট এলাকার তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

সাইকেলে ডায়নামো চালিত পাখা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলো চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র প্রিয়াংশু

নিজস্ব সংবাদদাতা আলিপুরদুয়ার: ছোট্টো মাথায় মেধা খাটিয়ে তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে বাঁচতে নিজের স্কুল যাতায়াতের সাইকেলে ডায়নামো চালিত পাখা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র প্রিয়াংশু সরকার। আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বরের তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র প্রিয়াংশু। ছোটো থেকেই কারিগরি বিদ্যার প্রতি প্রচুর ঝোঁক ওই খুদে পড়ুয়ার। ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় নিজের মাথা খাটিয়েই একটি রিমোট চালিত খেলনা গাড়ি তৈরি করে ফেলেছিল প্রিয়াংশু। বাবা টিভি মেকানিক, মা গৃহবধু আর দিদি আইআইটির ছাত্রী। এবারের কর্মশিক্ষা পরীক্ষায় ওই ফ্যান লাগানো অভিনব সাইকেল প্রিয়াংশু জমা করেছিল স্কুলে। একদিন মায়ের সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ডায়নামোর মাধ্যমে আলো জ্বলতে লক্ষ্য করেছিল সে। তখনই তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় যে, সাইকেলের ডায়নামোতে যদি আলো জ্বলতে পারে, তবে পাখা কেনো ঘুরবে না? ব্যাস তখন থেকেই

ডায়নামোর খোঁজে বায়না জুড়ে দেয় বাবার কাছে। বাবাও ছেলেকে উৎসাহ দিতে জুটিয়ে দেন একটি সাইকেলের ডায়নামো। তারপরেই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রিয়াংশু তৈরি করে ফেলে নিজের পছন্দের সাইকেলের জন্য ডায়নামো চালিত ফ্যান। স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রখর রোদ থেকে ওই মেধাবী পড়ুয়াকে খানিকটা হলেও স্বস্তি যোগায় ওই পাখা। তার ওই উদ্ভাবনী শক্তির কথা পৌঁছে যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মণের কাছে। ছুটির দিন হলেও তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে ছুটে আসেন ওই খুদে পড়ুয়ার কারিগরি দেখতে। তাকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টিমুখে তারিফ করেন পরিতোষবাবু। গ্রামীণ এলাকার একটি স্কুল ছাত্রের কারিগরি কৌশল চাক্ষুষ করে মুগ্ধ হন তিনি। ভবিষ্যতে প্রিয়াংশু যাতে আরও উন্নতি করতে পারে সেই কারণে তাকে উৎসাহিত করেন চেয়ারম্যান। ছাত্রের ওই নতুন উদ্ভাবনী শক্তি লক্ষ্য করে আপ্লুত স্কুলের দিদিমনি মাষ্টারমশাইরাও।

বাণেশ্বরের নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছে জেলা পরিষদ

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার তথা উত্তর-পূর্বের শৈবতীর্থ বাণেশ্বরকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এক বড় পদক্ষেপ নিল কোচবিহার জেলা পরিষদ। বাণেশ্বর মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ৪৮ লক্ষ ব্যয়ে বংতি নদীর সঙ্গে সংযোগকারী নিকাশি নালা নির্মাণের সূচনা হল সম্প্রতি। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য পরিবল বর্মন, বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জীবেন্দ্র নাথ সিংহ সহ স্থানীয় ব্যাবসায়ীগণ। এই প্রসঙ্গে জনসাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা বলেন, এই নিকাশী নালার কাজ সম্পন্ন হলে

এলাকার দীর্ঘদিনের নিকাশি ব্যবস্থা আমূল সংস্কার হবে আর জল জমবে না এলাকায়। স্থানীয় মানুষেরাও এই কাজে খুশি।

জোড়া সাফল্য কোচবিহার পুরসভার দুই পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রের

পার্থ নিয়োগী: বাংলা নতুন বছরের ঠিক আগেই সুখবর কোচবিহার শহরবাসীর জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ২০২২ সালের কায়াকল্প প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের সেরা পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো সেরা পুরস্কারই পেল কোচবিহার পুরসভার দুই পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রথম স্থান অর্জন করেছে কোচবিহার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে কোচবিহার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রথম পুরস্কার হিসেবে রয়েছে নগদ ২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে রয়েছে নগদ দেড় লক্ষ টাকা। সেইসাথে এই দুটো পুরস্কারের ক্ষেত্রেই থাকছে বিশেষ স্মারক ও কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শংসাপত্র। কায়াকল্প প্রকল্পের মধ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী আছে কিনা, যাবতীয় পরীক্ষা হয় কিনা, সময়মতো রিপোর্ট দেওয়া হয় কিনা এর পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর মত বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেদিক থেকে এতগুলি বিষয় সামলে কোচবিহার পুরসভার দুই পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরস্কার প্রাপ্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুই পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিনে গড়ে শতাধিক রোগী আসেন চিকিৎসা করাতে। বিনামূল্যে দেওয়া হয় ওষুধ সেইসাথে বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষাও হয় একদম বিনামূল্যে। পরিষেবাও যথেষ্ট ভালো। পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিতে মাঝেমধ্যেই সারপ্রাইজ ভিজিটে যান বর্তমান পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য 'দুটো স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তি সত্যিই আনন্দের। প্রতিটি পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভালো কাজ হয়েছে। আগামীতে পরিষেবা আরও ভালো করতে এই পুরস্কার যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করবে সকলকে'। জেলার পুর ও স্বাস্থ্য কর্তারাও মনে করছে এর ফলে ভবিষ্যতে রোগীদের বিশ্বাস জোগাবে এই দুই পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

ঘরে বসেই মহাকাশের রহস্য সন্ধান চালাচ্ছে খুদে শৌর্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: ঘরে বসেই মহাকাশের রহস্য সন্ধান চালাচ্ছে ১২ বছরের ছেলেটি। এক বছর ধরে মহাকাশ তার অবসরের সঙ্গী। ইতিমধ্যেই গ্রহাণু, নক্ষত্রপুঞ্জ ও সুপারনোভা শনাক্তকরণে সাফল্যও পেয়েছে সে। খুদে শৌর্য এখন নাসা কিংবা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত নাম। বাবা-মা চাইছেন, ভবিষ্যতে ছেলের শখের সঙ্গে যেন পেটের কোনও সংঘর্ষ না বাধে। নিজের খুশিকে আঁকড়ে ধরেই অন্নসংস্থান হোক ছেলের।

পুরো নাম শৌর্য পাল। বাড়ি মালদা শহরের রিজেন্ট পার্কে। শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র শৌর্যের বাবা শুভেন্দু পাল ও মা অর্পিতা পাল। দু'জনেই বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করেন। খুদেকাল থেকেই তাঁদের একমাত্র ছেলের আকাশ দেখার নেশা। বয়স যত

বেড়েছে, নেশা ততই জাপটে ধরেছে ছেলেকে। মহাকাশ নিয়ে বই, ইউটিউব চ্যানেল ঘেঁটে সারা। ছেলের নেশাই তাঁদের খোঁজ দিয়েছে শোভন আচার্য নামে দিল্লিবাসী এক সিটিজেন সায়েন্টিস্টের। শোভনবাবুও মালদার ভূমিপুত্র। শৌর্যের নেশা দেখে তিনি তাকে 'দ্য সিটিজেন সায়েন্টিস্ট' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করে নেন। ওই গ্রুপে গোটা বিশ্বের বহু মহাকাশ চর্চারত মানুষ রয়েছেন। সেখান থেকেই শৌর্য মহাকাশ নিয়ে আরও জানে। পরবর্তীতে সে আইএএসসি নামে একটি বিদেশি সংস্থায় যোগ দেয়। এই সংস্থার সহকারী সংস্থা নাসা। আইএএসসি সংস্থার হয়েই মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গ্রহাণু, নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সুপারনোভার অবস্থান চিহ্নিত করার প্রাথমিক কাজটি করে সে।

দাবদাহে পুড়ছে রাজ্য স্বল্পকালীন ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা: আরও পাঁচদিন এই পরিস্থিতি চলবে বলে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ এপ্রিল সকালে একটি টেলিভিশন চ্যানেল মারফত সোম থেকে শনি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করেছেন। পরে বিকাশ ভবন স্কুল ছুটির বিজ্ঞপ্তি দেয়। তবে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকাকে এই বিজ্ঞপ্তির বাইরে রাখা হয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশে স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের এজন্য বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে স্কুল খোলার পর পড়ুয়াদের স্বার্থে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে বলা হয়েছে শিক্ষকদের। উল্লেখ্য, এক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে সমস্ত স্বশাসিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়গুলিকে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে সিবিএসই-র নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলগুলির উত্তরবঙ্গের সংগঠন নর্থবেঙ্গল সহদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল বলেন, রাজ্যের নির্দেশকে আমরা কখনো অবমাননা করি না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিবিএসই বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে নির্দেশটি পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। তবে বোর্ডের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো নির্দেশ আসেনি। অন্যদিকে আইসিএসই নিয়ন্ত্রিত শিলিগুড়ির বেশ কিছু স্কুল স্বাভাবিক পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অস্বাভাবিক গরম না পড়া পর্যন্ত স্বাভাবিক পঠন-পাঠন চলবে বলে ঐ স্কুলগুলি অভিভাবকদের নোটিশ পাঠিয়েছে। যদিও ঐ বোর্ডের ডনবস্কো স্কুল পরে ছুটি ঘোষণা করেছে।

এদিকে কোচবিহারের সেন্ট মেরি স্কুলের প্রিন্সিপাল শোভাস্টিন বলেছেন, আমরা এখনই এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। অন্য স্কুলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কলকাতার মত কোচবিহারে এত গরম নেই। তিনি বলেন, ছুটিটা মনে হচ্ছে কলকাতার আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে দেওয়া হয়েছে।

স্কুল শিক্ষিকার বাঁশির সুরে মজেছেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: স্কুল শিক্ষিকা প্রীতি রায়ের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হচ্ছেন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। ঘর সংসার ও শিক্ষকতার পেশা সামলেও নিয়মিত সঙ্গীতের তালিম নেন প্রীতি। খুব ছোট থেকে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করলেও ২০১৭ সাল থেকে বাঁশির প্রেমে মজে যান তিনি। এরপর থেকে চলতে থাকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। যখনই সময় সুযোগ হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন প্রীতি। মূলত আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা তিনি। প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে হয়েও নিজের সঙ্গীত সাধনাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে চলেছেন শিক্ষিকা প্রীতি রায়। তিনি জানান, একবছর আগে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক অসীম রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর। স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করছেন তিনি। প্রীতি জানান, বর্তমানে গুরু পার্থ সরকারের কাছে বাঁশি বাজানোর তালিম নিচ্ছেন

তিনি। এরই মাঝে নিজের সহকর্মীদের আবদারে তাদের সন্তানদেরও বাঁশি বাজানো শেখাচ্ছেন সঙ্গীতশিল্পী প্রীতি। শিল্পী প্রীতি আরো জানান, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ ফ্রিতে বাঁশির প্রশিক্ষণ দেবেন। পরিবারের লোকজনের ইচ্ছে আরো বড় জায়গায় পৌঁছাক প্রীতি সমস্ত রকমের সহযোগিতা করবেন তারা।

জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় জোড় জেলা পরিষদের বাজেটে

পার্থ নিয়োগী: আর কিছুদিন বাদেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে এটাই ছিল কোচবিহার জেলা পরিষদের বর্তমান বোর্ডের শেষ বাজেট। গত আর্থিক বর্ষের তুলনায় চলতি ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে প্রায় দ্বিগুণ টাকার বাজেট করল কোচবিহার জেলা পরিষদ। এবার সব মিলিয়ে ২৪৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার বাজেট করা হয়েছে। গত ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে যার পরিমাণ ছিল ১১৬ কোটি টাকার মতো। এবারের বাজেটে স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। ১২ এপ্রিল কোচবিহার জেলা পরিষদে এই বাজেট পাশ হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত

বর্মন জানান, সামঞ্জস্য রেখে বাজেট করা হয়েছে।

এবার সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে জনস্বাস্থ্যে। সবচেয়ে বেশি কাজ সেই খাতে করা হবে। সেইমতো বাজেট করা হয়েছে। সেই খাতে বাজেট ধরা হয়েছে ১৩৯ কোটি। যা গত আর্থিক বর্ষের তুলনায় চলতি বছরে প্রায় দ্বিগুণ। এবার সব মিলিয়ে ২৪৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার বাজেট করা হয়েছে। গত আর্থিক বর্ষে যার পরিমাণ ছিল ১১৬ কোটি টাকা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন জানান, সামঞ্জস্য রেখেই বাজেট হয়েছে এবার।

আলু নিয়ে সংকট ঘনাচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাজার দর বাড়াতে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর আলু কেনার কথা ঘোষণা করলেও এখনও পর্যন্ত এক বস্তা আলু কিনে উঠতে পারেনি রাজ্য সরকার। সরকারি আধিকারিকদের দাবি আলু বিক্রি করতে চেয়ে কৃষকরা এখনও পর্যন্ত আবেদন করেননি। এদিকে কৃষক নেতাদের পাল্টা অভিযোগ, ঘোষণা করা হলেও চক্রান্ত করেই আলু কেনেনি রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে আলুর বাজার চড়তে শুরু করেছে। ফলে সরকারের হাতে আলু না থাকায় সারাবছর দর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত ৩ মার্চ রাজ্য কৃষিজ বিপণন জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল রাজ্যব্যাপী ১১ টি জেলায় ইচ্ছুক কৃষকদের কাছ থেকে সাড়ে ছয় টাকা কেজি দরে ৫০ প্যাকেট বা ২৫ কুইন্ট্যাল করে আলু কিনবে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে সরকারিভাবে আলু কেনার কথা ছিল।

শুরু থেকেই বিভিন্ন কৃষক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল সরকারি দাম বৃদ্ধি এবং বেশি পরিমাণ আলু কেনার দাবি তোলে। যদিও সরকারের যুক্তি ছিল ২০১৯ ও ২০২১ সালে যথাক্রমে সাড়ে পাঁচ ও ছয় টাকা দরে আলু কেনে রাজ্য সরকার। সেই হিসেবেই এই বছর সাড়ে ছয় টাকা প্রতি কেজি দর নির্ধারিত হয়।

মার্চের গোড়ায় হিমঘরে সংরক্ষণ করার মত মরশুমি জ্যোতি ও হল্যান্ড যখন উঠতে শুরু করেছে সেই সময় কেজি প্রতি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা ছিল আলুর বাজার দর। মার্চের মাঝামাঝি সেই বাজার দর পৌঁছায় ছয় থেকে সাড়ে ছয় টাকায়। গত মাসের শেষ সপ্তাহে ফের সেই দাম পাঁচ টাকার আশেপাশে নেমে যায়। তবে এপ্রিল মাস পড়তেই একদিকে যেমন হিমঘরে লোডিং শেষ হয়ে যায় । তেমনি অপরদিকে ঝড়ের গতিতে বাড়তে শুরু করেছে আলুর বাজারদর। মাত্র পাঁচদিনের মাথায় এই বাজার দর দশ টাকা কেজিতে পৌঁছে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও যারা আলুর বাজার দর নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তারাও তাজ্জব বনে গিয়েছে মাত্র চার-পাঁচ দিনে আলুর দাম দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায়। যদি সত্যিই খোলা বাজারে আলুর দর ৩০ টাকা ছুঁয়ে যায় তাহলে সরকার কিভাবে তা সামাল দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এবছর উত্তরবঙ্গের ৮০ টি হিমঘর মিলে আড়াই কোটি প্যাকেটের বেশি আলু লোড হয়েছে। গোটা রাজ্যের নিরিখে লোডিং প্রায় ৮৮ শতাংশ। তবে বাজার চড়তে শুরু করায় এবার মাস খানেক আগেই আনলোডিং শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকারের ঘরে আলু না থাকাকে সদর্থক ভাবেই দেখছে কৃষিজ বিপণন দপ্তর। সারা বছর আলু নিয়ে কোন সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তর।

জৈব সারে নতুন সংযোজন পাট পচানো জল ইসরোর প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ পেল জয়িতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ির জিডিএল বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনের ছাত্রী জয়িতা দেবনাথ ভারতীয় গবেষণা সংস্থা তথা ইসরোর প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল। বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সে এই প্রশিক্ষণে সামিল হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিছুদিন আগেই সে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স এন্ড টেকনলজি কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

কোচবিহারের এই ছাত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহণ করবে। ১৪ ইসরোর সেন্টারে উপস্থিত থাকবেন জয়িতা দেবনাথ। জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেলা সমন্বয়কারী সুমন্ত সাহা বলেন, এখনও পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জয়িতাই একমাত্র ইসরোর প্রশিক্ষণ শিবিরে যাচ্ছে।

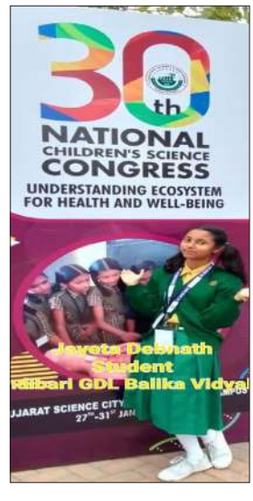

জয়িতা ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজ্ঞানী হতে চায়। ইসরোয় সুযোগ পাওয়ার কথা জানতে পেরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি জয়িতা। বর্তমানে সে কোচবিহার-২ ব্লকের পুন্ডিবাড়ির বাসিন্দা। বাড়ি রামঠাঙ্গায় হলেও বর্তমানে পড়াশোনার জন্য সে তার মামার বাড়ি পুন্ডিবাড়িতে থাকে। বাবা কল্যাণ দেবনাথ গৃহশিক্ষক এবং মা কাবেরী ভৌমিক গৃহবধূ। উল্লেখ্য, পাট পচানো জলাশয়ে বাস্তুতন্ত্র ও জীব কল্যাণ বিষয়ক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করে জয়িতা। তাতেই জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সে।

ইসরোয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য পুরো দেশ থেকে ৩৫০ জনের একটি তালিকা তৈরি হয়। এই তালিকাতে রয়েছে জয়িতার নামও। জয়িতার গাইড তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আরাধনা আচার্য বলেন, পাট পচাবার পর সেই জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। শুধু তাই নয় ঐ জলে মশা, মাছি ডিম পাড়ে। কিন্তু সেই জল জমিতে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই ইসরোয় প্রশিক্ষণের ডাক পেয়েছে জয়িতা।

সম্পাদকীয়

এসো হে বৈশাখ

এসে গেল আরেকটি বাংলা নতুন বছর। ১৪২৯ বঙ্গাব্দের শেষ মাস চৈত্রতে হয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা আমাদের মনে কিছু গ্লানি রেখে গেল। যা ভোলার নয় সহজে। কোচবিহারের সীমান্তবর্তী গ্রাম শিতলখুচিতে প্রেমের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার কারনে এক মেধাবী যুবক হত্যা করলেন প্রাক্তন প্রেমিকার বাবা,মা,ছোট বোনকে। কোনক্রমে বেচে যায় সেই মেয়েটি। আর ছেলেটি এই নারকীয় ঘটনার পরেও স্বাভাবিক। এখানেই শেষ নয়। শীতলখুচি ঘটনার দুদিন বাদেই মাথাভাঙার ফকিরেরকুঠিতে ও মেখলিগঞ্জ শহরে এই দুই প্রেমিকাকে খুনের চেষ্টা করল দুই যুবক। যেখানে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলেই মেরা ফেলার চিন্তা আসে । সেখানে আদতেই কি সত্যিকারের ভালোবাসা ছিল ? মেট্রোপলিটন শহড় ছেড়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও। ভাববার সময় হয়ে এসেছে শুধু আইনগতভাবে নয় সেইসাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অতি অবশ্যই মনস্তাত্তিকভাবে এই ধরনের ঘটনা কিভাবে বন্ধ করা যায়। আর বৈশাখের নতুন বছরে তাই বলা এসো হে বৈশাখ নতুন ভাবে শেখাও ভালোবাসার মানে । যেখানে হিংসার কোন স্থান নেই।

কবিতা

শুধু তোমার জন্য

....ফারুক আহমেদ

এই সেহরির সকাল
পাপ মোচন আত্মশুদ্ধি ফজরের নামাজ
দু'হাতে তুলে শেষ মোনাজাতে
মার্জনা চেয়েছি মহান আল্লাহর দরবারে।
জলের ঝাপটায় ধুয়ে যাচ্ছে
লেগে থাকা বর্জ্য পদার্থের ছিটেফোঁটা
ভয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে
আছে উদাসী মন।
নদীর ঢেউ ওঠে,
ভরাট ললাট অপেক্ষায় থাকে
ভালবাসা, চুম্বনের জন্য।
শুধু তোমার জন্য... আত্মসংযম,
অনেক ভালবাসা
মনের আকাশ জুড়ে।
অফুরন্ত রূপ-যৌবন
গোপন চোখ
অপরূপা স্নিগ্ধ সকাল...
উৎকণ্ঠিত দিন কাটে, রাত কাটে...
তোমার কাছে মার্জনা না চেয়ে।
তোমার আত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রতীক্ষায়...
প্রহর গুনে এই বেঁচে থাকা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

নববর্ষ ও বাঙালিয়ানা

... সোমালি বসু

'হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি পুঞ্জ পুঞ্জ রুপে– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋতু পরিক্রমায় পুরনো বছর শেষ হয়ে যায়, শেষ হয় জীর্ণতা ও ক্লান্তি। চৈত্র অবসানে বর্ষ হল শেষ। এল নতুন বছর। পৃথিবীর সর্বত্রই নববর্ষ একটি ট্র্যডিশন' বা প্রচলিত সংস্কৃতি ধারা। পয়লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথমদিন। এই দিনটি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। এটি বাঙালির সর্বজনীন লোকউৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। নতুন ও কল্যাণময় জীবনের প্রতীক হল নববর্ষ। সেই পুরাতন যুগ থেকেই যে কোন বছরের (বাংলা ও ইংরাজী) প্রথমদিনই "নববর্ষ" নামে পরিচিত হয়ে আসছে। "পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত" রাত্রির- অন্তিম প্রহর হল সৌষিত। তিমির রাত্রি ভেদ করে পূর্বদিগন্তে উদিত হল নতুনদিনের জ্যোতির্ময় সূর্য। প্রকৃতির নিসর্গ মঞ্চে ধ্বনিত হল নব জীবনের সঙ্গীত। -আকাশ সাজল অপরুপ সাজে। পত্রে পত্র তার পুলক শিহরণ। গাছে গাছে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস। পাখির কণ্ঠে নব প্রভাতের বন্দনা গীতি। দিকে দিকে মানুষের বর্ষবরণের উৎসব- আয়োজন। নতুন দিনের নতুনভাবে অভ্যুদয়ে মানুষের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস ভরে ওঠে। নতুন বছরের নতুন দিনের কাছে তৈরি হয় অনেক সুন্দর প্রত্যাশা।

'প্রভাত সূর্য এসেছে রুদ্র সাজে/ দুঃখের পথে তোমার সূর্য বাজে'।।

বাংলা সালের সূত্রপাত নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর থাকলে ও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে এ সনের সূচনা হয়। বাংলা সন শুরু হওয়ার পর নবাবও জমিদাররা নববর্ষের এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। আর ব্যবসায়ীরা শুরু করেন হালখাতা। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় বৈশাখী মেলা। পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের প্রথমদিন পশ্চিমবঙ্গও আসামে একটি ছুটির দিন। আর বাংলাদেশে এই দিনটি একটি জাতীয় ছুটির দিন। বাংলা একাডেমী দারা পরিকল্পিত অফিসিয়াল সংশোধিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী,

পহেলা বৈশাখ সাধারণত ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা অভিধানে, নিউইয়ার বা পহেলা বৈশাখ সাধারণত নববর্ষ নামে পরিচিত। নব অর্থ নতুন এবং বর্ষ অর্থ বছর। বাংলা ক্যালেন্ডার সূর্য সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে এবং একটি হিন্দু বৈদিক সৌর ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

নববর্ষ বাঙালির জীবনে আসে নানা অনুষ্ঠানের মালা সাজিয়ে। নববর্ষ যেন হতাশা, নৈরাজ্য, মনের কালিমা ও চিত্তের দৈন্যতা থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। তাই তো কবিগুরুর কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী যেন মুখরিত হয় প্রতিটি বাঙালির সত্ত্বায়; 'নিশি অবসান, ওই পুরাতন বর্ষ হল গত।

আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হো, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রক্ত,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বর্ষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

বছরের শুরুর এই দিনটিতে- বাঙালির ঘরদোর নতুন করে সজিয়ে তোলে। উপহার দেওয়া- নেওয়া, নতুন পোশাকে সুসজ্জিত হওয়া এই নববর্ষ উদযাপনের এক অন্যতম অঙ্গ। দোকানে দোকানে, চলে' গণপতির আরাধনা। একে ওপরকে শুভেচ্ছাবার্তা জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু হয় নতুন বছরের নতুন ভোর। নববর্ষ দোকানিও ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়ে আসে শুভ হালখাতা অনুষ্ঠান। দোকানগুলো সুগন্ধী ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। হালখাতা অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের জানানো হয় প্রীতিময় শুভেচ্ছা। পারস্পরিক শুভকামনার বিনিময় হয় আলিঙ্গনে। অতিথির হাতে তুলে দেওয়া হয় মিষ্টি। বছরের প্রথমদিনটি বাঙালির কাছে খুবই দামি তাই শুধু সাজসজ্জায় বাঙালিয়ানারছাপ থাকে বললে ভুল হবে। ঐ বিশেষ দিনটিতে সব, বাঙালি ঘরে ঘরে তৈরী হয় বাঙালির ঐতিহ্যপূর্ণ সকল সুস্বাদু খাবারও। বাঙালির হেসেলে নানান পদের মাছের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। নববর্ষের দিনে বাজারে মাছের সম্ভার বেশ চোখে পড়ার মতই। গ্রামীণজীবন ও নগরজীবন একটু ভিন্নভাবে নববর্ষ উদযাপন করলেও উভয় জীবনেই কিন্তু এই দিনটিকে ঘিরে আনন্দ এবং প্রত্যাশার খামতি নেই।

আজকাল নগরজীবনে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ উদযাপিত হয়। পয়লা বৈশাখের প্রভাতে উদীয়মান সূর্যকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিধে সরু হয় নবর্ষের উৎসব। শিল্পীরা নববর্ষকে সঙ্গীতের মাধ্যমে আহ্বান জানান। নানান প্রকার প্রভাতফেরী ও নানান মঞ্চস্থ অনুষ্ঠানে জ্বল জ্বল করে ওঠে বাঙালিদের সকল ঐতিহ্যমণ্ডিত রূপ সজ্জা- আদব কায়দা, যা সত্যিই মনোরম ও গৌরবের। যদিও আজকাল, নিজসত্তার অনেক অভাব তবুও এই দিনটি একটু হলেও হয়ত বাঙালিয়ানাকে ফিরিয়ে আনে নানা শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে, বাঙালির নিতান্ত সাজ ধূতি পাঞ্জাবী , শাড়ি মধ্যে দিয়ে। বাঙালির প্রিয় খাবার মাছ ভাতের মধ্য দিয়ে ক্ষনিকের তরে হলেও। নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিকতায় আজ হয়ত বাঙালিয়ানা বা নিজ ঐতিহ্য নির্বাসিত তবুও বিশেষ বিশেষ দিনগুলি যেন আশার আলো বহন করে কৃত্রিমতাকে ঝেড়ে ফেলে "আন্তরিকতা ও নিজ বৈশিষ্ট্যকে স্থাপন করতে। নববর্ষ সাথে নিয়ে আসে ঐক্য ও সংহতি জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে। বাঙালির নববর্ষ তাই পরিনত হয় একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠানে। নতুন বছন আমাদের সবার জীবনে বয়ে নিয়ে আসুখ সুখ-সম্ভার, সবার জন্য হাক এই পৃথিবী সুস্থ ও সুন্দর সব দুঃখ সরিয়ে। তাই তো কবি বলেছেন:

'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ। প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নরজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'।

শুরু হল ১৪৩০ বঙ্গাব্দের পথচলা নতুন বাংলা বছরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কি ভাবছেন? তাদের প্রত্যাশাই বা কি এই বাংলা নতুন বছরে সেটাই তুলে ধরা হলো পূর্বোত্তরের পাতায়

সবাইকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সকলে সুখে থাকুন ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন। বাঙালিয়ানা নিয়ে বাঁচুন। বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতিকে নিয়ে চলুন সবাই মিলে বাঁচি। পুরাতন বছরের পুরনো গ্লানিকে দূর করে নতুন বছরে নতুন করে সবাই মিলে একসাথে থাকি আমরা এটাই কামনা করি। (শুচিস্মিতা দত্ত শর্মা, সভাপতি কোচবিহার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস)

নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নতুন পথের আশাই করে প্রতিটি বাঙালি। বর্তমানে বাংলার যুবসমাজ পথে বসে আছে জীবিকার জন্য - এই মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা আড্ডায় বসলে আড্ডা শেষ হয় ভাত কাপড়ের গল্প দিয়ে। আশাকরি, নতুন বছরে বেকার যুবসমাজের নিশ্চিত জীবিকার সংস্থান হবে । (নাদিরা আযাদ, কবি)

সংযোগ - সম্পর্ক - সংগঠন এই তিনটি মূল উপাদান নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা উচিত। কিন্তু সমাজে এই তিনটি উপাদানকে বাদ দিয়েই মানুষ এগিয়ে চলতে চাইছে। অসম্ভব, এইভাবে মানুষ এগিয়ে থাকতে পারবে না। বাংলা নতুন বছরে কামনা করি সবাই যেন সম্পর্কের সেরা ঠিকানা হয়ে উঠতে পারে। (অরুপ গুহ, পরিবেশবিদ)

বাংলা নতুন বছরে আমি আশা করি পরিচ্ছন্ন গ্রাম ও শহর যেখানে থাকবেনা যেত্র তত্র জঞ্জাল, থাকবে সবুজের সমাহার সেই সাথে বন্ধ হবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। (সন্দীপন চন্দ, সংগীতশিল্পী)

যেভাবে সমাজসেবার কাজে প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি আশা করি বাংলা নতুন বছরেও একইরকম ভাবে সবার সহযোগিতা পাব। (ডাক্তার অজয় মন্ডল, চিকিৎসক)

সমগ্র কোচবিহার জেলাবাসীকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। সবাই সুস্থ থাকুক আগামী বছরের সকলে ভালো থাকুক এটাই প্রার্থনা করি। (গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, পঞ্চানন গবেষক ও চেয়ারম্যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস)

সারা জীবন রেখে দেবার মত উত্তর প্রসঙ্গের ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর’ বিশেষ সংখ্যা

পার্থ নিয়োগী: শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালির নয় এপার বাংলার বাঙালির কাছেও মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল নিজেদের যুদ্ধ। তাঁর বড় প্রমাণ উত্তর প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সেটাই আরেকবার প্রমাণ করল উত্তর প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার ৫০ বছর নিয়ে বাংলাদেশের ঠিক যে আবেগ আছে । সেই একই রকমের আবেগ আজও আছে পশ্চিমবাংলার বুকে। নইলে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এত সুন্দর তথ্যবহুল এমন বিশেষ সংখ্যা করার কথা কেউ ভাবে? এর আগেও শাহবাগ আন্দোলনকে নিয়ে অনুষ্ঠান ও একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল উত্তর প্রসঙ্গ। ফলে বাংলাদেশ নিয়ে তাদের যে বিশেষ ভাবনা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। এই বিশেষ সংখ্যায় আছে মোট ৪২ টি প্রবন্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে। সমাজের বিভিন্ন পেশার বিদগ্ধ লেখক, গবেষকদের লেখায় সমৃদ্ধ এই প্রবন্ধগুলি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবার প্রথমে যে মানুষটির নাম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনের মত ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্থান। এই দুই রাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী একক প্রচেষ্টায় স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে যে জনমত গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্ব ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আর ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও ইন্দিরা গান্ধী শীর্ষক প্রবন্ধে সেটাই অসাধারন লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরকারি ভাবে কুটনৈতিক বা সামরিক সাহায্য দিয়ে ভারত সরকার যেমন সাহায্য করেছে বাংলাদেশ কে। ঠিক তেমনি অনেক ভারতীয় সাধারন মানুষও নিজেদের জীবনের ঝুকি নিয়ে ৪৭ সালের তাদের ফেলে আসা জন্মভূমির মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অমর রায় প্রধানের ভূমিকাও তুলে ধরেছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্তিক চন্দ্র সূত্রধর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম না বললেই নয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক ভবেশ দাশের কলমে উঠে এসেছে সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রতিদিন যুদ্ধের সময় যে অত্যাচার চালাত তার বিবরণ নিজের ভাষায় পাঠ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শোনাতেন সাংবাদিক আখতার মুকুল। যে অনুষ্ঠানটির নাম ছিল

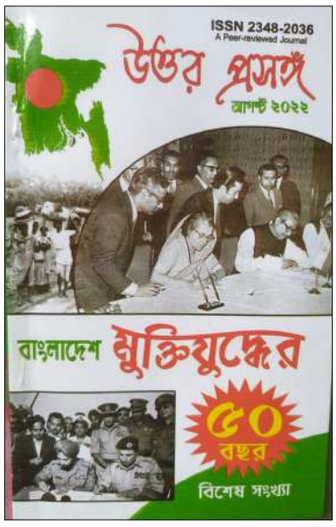

চরমপত্র। তা উঠে এসেছে বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবদূত ঘোষ ঠাকুরের কলমে। বাংলাদেশের পটভূমিতে শেখ মুজিব ও তার প্রদর্শিত পথ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন উত্তর প্রসঙ্গের সম্পাদক দেবব্রত চাকী। উদবাস্তু সমস্যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এক বড় সমস্যা। ৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত তথ্যবহুল অনবদ্য এক লেখা প্রাক্তন আমলা ডঃ সুখবিলাস বর্মা তার ‘ মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন’ শীর্ষক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। ‘ বিভক্ত রাজনীতি এবং দ্বিখন্ডিত জাতীয়তাবাদ ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর’ শীর্ষক রাজীব নন্দী ও অপরাজিতা দে এর প্রবন্ধটি অত্যান্ত প্রাসঙ্গিক। প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব দেবপ্রসাদ রায়ের কলমে মুজিব বর্ষে শেখ মুজিব কে নিয়ে অসাধারণ বিশ্লেষনমুখী লেখাটিও বেশ ভালো। শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে লিখেছেন চৈতালি ধরিত্রীকন্যা। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান নিয়ে প্রলয় নাগ যেমন লিখেছেন একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বৌদ্ধ নারীদের নিয়ে লিখেছেন রোমানা পাপড়ি। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের গবেষক তথা বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবি জাহাঙ্গীর আলম সরকারের কলমে ধরা পড়েছে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি। বাংলাদেশ থিয়েটারের অতীত ও সাম্প্রতিক কথা সাবলীল লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন নাট্যব্যাক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য্য। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক স্বাধীনতা পদকে ভূষিত আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কণ্ঠযোদ্ধা অজিত রায়কে নিয়ে কলম ধরেছেন তারই কন্যা বর্তমান সময়ে উপমহাদেশের অন্যতম রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রেয়সী রায়। ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের লেখায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের হৃদয় বিদারক বৃতান্ত পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। সঞ্জয় সাহা ,গোপা পাল ঘোষ চৌধুরী হরিপদ রায়ের প্রবন্ধের মধ্যেও আছে অজানা অনেক মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এপার বাংলার বিভিন্ন জেলা ও জনপদের মানুষের ভূমিকা এই গ্রন্থে তুলে ধরাটা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আজ হয়ত অনেকেই ভুলে যাচ্ছে বা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ছিল হিন্দু ও মুসলিম বাঙালির সম্মিলিত লড়াই। সেটাই আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন নিজের লেখায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বিনয় দাস। মুক্তিযুদ্ধে সামনে থেকে পাকিস্থানের খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে প্রচুর ভারতীয় সেনা ও বিএসএফ জওয়ান। তাদের কথা হয়ত আজ আমরা ভুলেই গেছি। এমনই একজন বিএসএফ জওয়ান হলেন নিকুঞ্জ দাস। আর তার সাক্ষাৎকার যৌথ ভাবে নিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরার যে প্রয়াস নিয়েছেন উত্তর প্রসঙ্গের সম্পাদক দেবব্রত চাকী ও মনোজিৎ দাস তা এককথায় অনবদ্য। গণেশ মহন্ত এক মুক্তিযোদ্ধা। রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি ছিল গাইবান্ধা জেলার হামিন্দপুর গ্রামে। বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস যে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছিলেন তিনি সেই দেশ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে বর্তমানে থাকেন কোচবিহারের বড় শোলমারী গ্রামে। ‘ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং একজন অখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা’ শীর্ষক প্রবন্ধে গণেশ মহন্তের করুন কাহিনী তুলে ধরেছেন শঙ্খনাদ আচার্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অনেক চিত্র বইটিকে করেছে সমৃদ্ধ। ভালো লাগে বইটির প্রচ্ছদ ভাবনা। একটা বইতে হয়ত সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের কথা তুলে ধরা যায়না কথাটা যেমন সত্যি। ঠিক ততোটাই সত্যিই অনেক নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, শ্রম এবং ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এমন সংখ্যা প্রকাশ করা অসম্ভব। আর ঠিক সেখানেই উত্তর প্রসঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর নিয়ে বিশেষ সংখ্যার স্বার্থকতা।

পথচলা শুরু করল রাজবংশী ভাষার শিশুদের পত্রিকা ‘সয়দা’

পার্থ নিয়োগী: গত ১২ মার্চ কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটি অফিসের পঞ্চানন স্মৃতি মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করল রাজবংশী ভাষার শিশুদের পত্রিকা ‘সয়দা’। পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে প্রথমেই মাল্যদান করেন দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির সভানেত্রী অন্নময়ী অধিকারী। উদ্বোধনী ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন পুলক বর্মন ও তার সম্প্রদায়। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিখিলেশ রায়কে বরণ করে নেন পত্রিকার সভাপতি ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়। স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকার সম্পাদক রণজিৎ সরকার। বক্তব্য রাখেন পত্রিকার সহ সম্পাদক বর্ণজিৎ বর্মন। এরপর মোড়ক উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে ‘সয়দা’ এর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক নিখিলেশ রায়। অধ্যাপক নিখিলেশ রায় তার বক্তব্যে বলেন, ‘গাছ, মাটি, পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা শিশুদের কাছে তুলে ধরার কথা এই শিশু সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানে গল্প পাঠ করে শোনান ডঃ উপেন্দ্রনাথ বর্মন এবং বঙ্গরত্ন কমলেশ সরকার। শিশু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ভগীরথ দাস, জগদীশ আসোয়ার, ভূপালী রায়, যতীন বর্মা, ধৃতিশ্রী রায়, শুভদীপ সরকার,অমরেন্দ্রনাথ বসাক, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা প্রমুখ। এরই মাঝে অসাধারণ ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে শিশু শিল্পী মিন্টু বর্মন। কবিতা পাঠ করে শোনান শিবু শর্মা। ছড়া আবৃত্তি করে শোনায় সৌভিক রায়, শৈলেন দাস,তারামোহন অধিকারী। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন পত্রিকার সভাপতি ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়। পুলক বর্মন ও তার সম্প্রদায়ের গাওয়া অসাধারণ একটি ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষহাতে সামলান বর্ণজিৎ বর্মন।

গাছতলায় বিশ্বনাট্য দিবস পালন অনাসৃষ্টির

দেবাশীষ চক্রবর্তী: কোচবিহার অনাসৃষ্টির পরিচালনায় ও জীববৈচিত্র্য পর্ষদের কোচবিহার-২ এর সহযোগিতায় ২৭ শে মার্চ বটতলা চড়কের মাঠে পালন করা হল বিশ্বনাট্য দিবস। এবছর কোচবিহার অনাসৃষ্টি এই দিনটি পালন করে একটু অভিনব ভাবে। গাছতলা থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে। রুচিসম্মত সাজসজ্জায় বসন্তের মায়াবী সন্ধ্যায় মশালের আলোয় উৎসবটি একটি অন্য মাত্রা আনে। একটি বটগাছ যে অনেক প্রাণের আধার, তা বারবার তুলে ধরেন সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা শ্রীমতী রুমা দে তার পরিবেশ সচেতনতামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে। ‘নামে নয় কাজে বাঁচি’- এই উদ্ধৃতিকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে কোচবিহার অনাসৃষ্টি। আজও তার অন্যথা হয়নি। বিশ্বনাট্য দিবস পালিত হয় অনেকগুলি ভিন্নস্বাদের নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে। পরপর চারটি ছোট নাটক প্রদর্শিত হয় এই সন্ধ্যায়।

কোচবিহার অনাসৃষ্টি প্রযোজিত প্রথম নাটকটি হল ‘সেকালের কন্যেরা’। নাটকটি রচনা এবং নির্দেশনায় ছিলেন রুমা দে। সৃধীমা সাহার একক অভিনয় সমৃদ্ধ নাটকটি অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা দেয়। এর পরবর্তীতে মঞ্চস্থ হয় একটি আমন্ত্রিত একক নাটক। শিশুশিল্পী জয়াদিত্য গুহরায় অভিনীত এই নাটকটির সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী বিশ্বজিৎ ভৌমিক মহাশয়। এরপর উপস্থাপিত হয় একদল শিশুশিল্পী অভিনীত কোচবিহার অনাসৃষ্টি প্রযোজিত নাটক ‘জঙ্গলকথা’। জীববৈচিত্র্য তথা পরিবেশের উপর আধারিত এই নাটকটির ভাবনা-পরিকল্পনা- রচনা শ্রী প্রশান্ত সূত্রধরের, নির্দেশনা দেন শ্রীমতী তুলি ঘোষ। সর্বশেষ নাটক ছিল কোচবিহার অনাসৃষ্টির শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নাটক ‘দাঙ্গা’। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আধারিত এই নাটকটিরও রচনা ও নির্দেশনা রয়েছেন রুমা দে।

নাটকময় এই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আনতে ছিল শিল্পী অনন্ত কর্মকারের সংগীত। এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন কোচবিহার সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক শ্রী বিদ্যুৎ পাল মহাশয় এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমির সদস্য শ্রী স্নেহাশিস চৌধুরী মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী অরূপ চৌধুরী মহাশয়, কোচবিহার-২ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সম্পাদক, তথা কোচবিহার-২ নং ব্লকের বিডিএমও। আরো উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার পৌরসদস্য শ্রী দিলীপ সাহা মহাশয়, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শ্রীমতী অঞ্জনা দে ভৌমিক মহাশয়া। অভিনব এই অনুষ্ঠান দর্শক মননে বিশেষ সাড়া ফেলে।

জেমিনীর পুতুল নাচে মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: একটা সময় ছিল পুতুল নাচ ছিল বিনোদনের অন্যতম সেরা অনুষ্ঠান। সময়ের সাথে যন্ত্র নির্ভর আজকের পৃথিবীতে বিলুপ্ত হতে বসেছে একদা বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণের এই পুতুল নাচ। তবুও গুটিকয়েক মানুষ ও সংস্থা আছে যাদের প্রচেষ্টায় আজও পুতুল নাচ টিকে আছে। এমনি একজন হলেন যুবতীর্থ ক্লাব ও পাঠাগার, কোচবিহারের ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার, বিদ্যাভবন বিদ্যায়তনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, সজল দে। তারই প্রতিষ্ঠিত, জেমিনীর পুতুলনাচ সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে পুতুল নাচ নিয়ে। সম্প্রতি বিশ্বপুতুলনাচ দিবসে কোচবিহারবাসীকে এক অনবদ্য পুতুল নাচ অনুষ্ঠান উপহার দিল এই সংস্থা। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার এদিন দেখল শুধুমাত্র পুতুলনাচের জন্য গোটা রবীন্দ্র ভবন জুড়ে দর্শকদের উপচে পড়া তুমুল ভীড়। দর্শকের একাংশ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে এই চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান উপভোগ

করে। কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু শেষ কবে টিকিট কেটে কোন অনুষ্ঠান দেখতে মানুষের এমন উন্মাদনা শেষ কবে কোচবিহারে দেখা গেছে তা মনে করা খুব কঠিন। সেক্ষেত্রে জেমিনীর এদিনের পুতুলনাচের অনুষ্ঠান এক মাইলস্টোন হয়ে থাকল। পুতুল নাচ, মাধ্যমটি অতি প্রাচীন এবং বিলুপ্ত প্রায় হওয়ার পরেও মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন জেমিনী পুতুল নাচের কর্ণধার, সজলবাবুর একান্ত ও দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতায় প্রভূত প্রচারের ফলে।

অপ্রতুল প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা নিয়েও তাদের পুতুল নাচানো, নাট্য সংলাপ, সংগীত, আবহসঙ্গীত, পুতুল নাচের উপযোগী মঞ্চনির্মাণ ইত্যাদি সমাহারে সমগ্র অনুষ্ঠানটি এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে হল ভর্তি দর্শক অনুষ্ঠান শেষে হাততালির মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিল। ৪ টি ভিন্ন বার্তায় পুতুল নাচটি ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল , আমরা সবাই বন্ধু, দ্বিতীয়টি আজব কিন্তু গজব নয়, তৃতীয়টি, আমাদের উত্তর বাংলা, এবং চতুর্থটি ছিল, ক্ষুদিরামের দেশ। তৃতীয় পুতুল নাচটি ছিল শুধুই উত্তরবাংলার একটি জনপ্রিয় গান নিয়ে ব্যক্তিগত নৃত্য। বাকি তিনটি ছিল ছোট বড় ও মাঝারি নাটিকা। ক্ষুদিরামের দেশ, নাটিকাটি নিশ্চিতভাবেই দর্শকদের মন কাড়ে এবং এই নাটকটির রচয়িতা ও নির্দেশক ছিলেন সজল দে। আজব কিন্তু গজব নয় নাটকটির রচয়িতা ছিলেন সজল চন্দ। তবে অনুষ্ঠানের শেষে একটাই প্রশ্ন আগামী বছরেও যেন এমন পুতুলনাচের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়।

বাঙালিদের জন্য ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম অফার করে বেঙ্গল রাইজিং

কলকাতা: "বাংলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রাইজিং 2.0" ঘোষণা করল বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল। যার লক্ষ হল বাংলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করে আলোচনা করা। ইভেন্টটি এদের প্রত্যেককে নেটওয়ার্ক এবং ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

বাংলার একটি স্পন্দনশীল ব্যবসায়িক ইকোসিস্টেম রয়েছে। উদ্যোক্তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং বেঙ্গল রাইজিং-এর মতো ইভেন্টগুলি রাজ্যের সম্ভাবনাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করে।

"বাংলার নবজাগরণ" বাংলার সমৃদ্ধ ব্যবসায়িক ইতিহাসের পতাকাবাহী। "বাংলার নবজাগরণ" শিল্প বাণিজ্য মেলা, চাকরি মেলা, অটোমোবাইল এক্সপো, ক্যারিয়ার ও ভর্তি মেলা, ফ্লি-মার্কেট, হস্তশিল্প মেলা এবং ফুড ফেস্টিভ্যাল সর্বোপরি বাঙালি ব্যবসার জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম অফার করে।

বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত বলেন, "বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল হল বাঙালি ব্যবসায়ীদের জন্য একমাত্র কাউন্সিল যা প্রকৃত অর্থে বাঙালিদের জন্য একটি ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম অফার করে।

অন্তর্গত বোঙ্গাইগাঁওতে Godrej Inspire Hub-এর প্রথম আউটলেট

মুম্বই: অসমের বোঙ্গাইগাঁও জেলায় প্রথম এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড আউটলেট খুলল Godrej Appliances। উত্তর-পূর্ব ভারতে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে Godrej তার গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি Boyce সাথে একত্রে Godrej Inspire Hub-এর অন্তর্গত এই আউটলেটটি চালু করল। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে এটি Godrej-এর চতুর্থ এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড আউটলেট। যা বোঙ্গাইগাঁওয়ের গ্রাহকদের উন্নত হোম অ্যাপলায়েন্স কেনার একটি বিস্তৃত রেঞ্জ অফার করবে।

বোঙ্গাইগাঁওয়ে গ্রাহকদের জন্য চ্যানেল পার্টনার উষা কর্নারের সহযোগিতায় গোদরেজ অ্যাপ্লায়েন্সেস উত্তর বোঙ্গাইগাঁওয়ের চাপাগুড়ি রোডে ১,১০০বর্গফুট জায়গা জুড়ে Godrej Inspire Hub নামে একচেটিয়া ব্র্যান্ড আউটলেট চালু করল।

Godrej Appliances-এর ন্যাশনাল সেলস হেড সঞ্জীব জৈন বলেন, উত্তর-পূর্ব আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। সেই কথা মাথায় রেখেই Godrej Inspire Hub শোরুমের সাথে আমাদের হোম অ্যাপলায়েন্সসর এই এক্সক্লুসিভ শো রুমটি চালু করা হয়েছে।

৯৫% প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বডি শপের টি ট্রি কালেকশন

কলকাতা: দূষণ ও প্রখর সূর্যের তাপ থেকে স্কীন কে রক্ষা করতে এবং ব্রণ, দাগ ও স্কীনের তৈলাক্ত ভাব দুর করতে সমাধান নিয়ে এসেছে দ্য বডি শপ। স্কীন সম্পর্কিত গ্রীষ্মকালীন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য টি ট্রি সলিউশন নিয়ে এসেছে দ্য বডি শপ।

স্কীনের গ্রীষ্মকালীন সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখে গ্রাহকদের জন্য কমিউনিটি ফেয়ার ট্রেড কেনিয়ান টি ট্রি দিয়ে তৈরি প্রোডাক্টের একটি সম্পূর্ণ রেঞ্জ নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য, স্কীনের সুরক্ষার কথা মাথায় বডি শপের এই টি ট্রি রেঞ্জটিতে প্রায় ৯৫% প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য বডি শপের এই গ্রীষ্মকালীন টি ট্রি কালেকশনে ১৮টি প্রোডাক্ট রয়েছে। যা কমিউনিটি ফেয়ার ট্রেড কেনিয়ান চা গাছের নির্যাস থেকে তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বডি শপের এই গ্রীষ্মকালীন টি ট্রি কালেকশনে এমন কিছু মেইন প্রোডাক্ট রয়েছে যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত টিএলসি অফার করে।

দ্য বডি শপের টি ট্রি কালেকশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফ্রেশ ন্যুড ফাউন্ডেশন ও বেস পাউডার। যা ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এছাড়া অন্যান্য প্রোডাক্ট গুলি হল-সোয়াইপ ইট লিপ বাম, স্কীনকন্ট্রোল হাইড্রেটর, নাইট মাস্ক প্রভৃতি।

৫ বছরে Nuvama সম্পদ বাড়বে ২.৫ লাখ কোটি টাকা

শিলিগুড়ি: Nuvama ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের ব্যক্তিগত সম্পদ শাখা হল Nuvama। যা HNI এবং ধনী বিভাগের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে। Nuvama-র লক্ষ হল ৫ বছরে নেটওয়ার্ক ৫ গুণ বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ Nuvama সম্পদ ৫ বছরে AUA বেড়ে ২.৫ লাখ কোটি টাকা হবে। এটি উচ্চ মানের উপদেষ্টা এবং সম্পদ সমাধান সহ গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, Nuvama ওয়েলথ একটি একক পণ্য কেন্দ্রীভূত ডিস্ট্রিবিউশন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে একটি পূর্ণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা পোশাকে রূপান্তরিত হয়েছে। যা এর স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মূল্য সৃষ্টি হয়েছে।

Nuvama ওয়েলথের প্রধান রাহুল জৈন বলেছেন, "বিশ্বব্যাংক এবং CMIE রিপোর্ট অনুসারে ভারত এই দশকের শেষ নাগাদ USD 10 Tn অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। যা খুবই গর্বের বিষয়।

JLR-এর লক্ষ ২০৩৯ সালের মধ্যে নেট জিরো কার্বনের প্রতিশ্রুতিপূরণ

কলকাতা: ২০৩৯ সালের মধ্যে নেট জিরো কার্বনের প্রতিশ্রুতিপূরণের জন্য ইংল্যান্ডের Halewood প্ল্যান্টটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ইলেকট্রিক প্রোডাকশন ফেসিলিটি প্ল্যান্ট হিসেবে গড়ে তুলতে চায় JLR। অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক বিলাসবহুল গাড়ি তৈরি করতে JLR আগামী পাঁচ বছরে Halewood প্ল্যান্টে প্রায় ১৫ বিলিয়ন বিনিয়োগ করবে।

২০৩০ সালের মধ্যে প্রথম অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক বিলাসবহুল গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় JLR। Halewood প্ল্যান্টটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ইলেকট্রিক প্রোডাকশন ফেসিলিটি প্ল্যান্ট হিসেবে গড়ে তুলতে দুই বছর আগেই রিইম্যাজিন স্ট্রাটেজি নিয়েছে JLR। এই স্ট্রাটেজির অন্তর্গত আধুনিক বিলাসবহুল রেঞ্জ রোভার এবং রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট মডেল লঞ্চ করেছে JLR। যা সমালোচকদের দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদদের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে EdWG-র সভা

কলকাতা: ভারত G20 প্রেসিডেন্সির অধীনে ভুবনেশ্বরে ২৩ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে Education Working Group /EdWG-এর তৃতীয় সভা। যা চলবে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক / MSDE ও শিক্ষা মন্ত্রক MoE-এর উদ্যোগ খনিজ ও উপকরণ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট / IMMT-এ আয়োজিত এই সভায় ফিউচার অফ ওয়ার্ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এখানে প্রায় ১০০টিরও মডিউল প্রদর্শিত হবে।

শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ২৩ এপ্রিল ভুবনেশ্বরে EdWG-এর তৃতীয় সভার উদ্বোধন করবেন। ২৬ এপ্রিল EdWG-এর এই সভায় উপস্থিত থাকবেন G20-র প্রতিনিধিরা। শুধু তাই নয়, EdWG-এর এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সেক্টরের অংশগ্রহণকারীরা এমন প্রযুক্তি প্রদর্শন করবে যা কাজের ভবিষ্যৎ চালিত করবে। উল্লেখ্য, প্রদর্শনীতে ফিউচার অফ ওয়ার্কস তিনটি সেক্টরের উপর ফোকাস করবে। এগ্রিকালচার, মোবিলিটি এন্ড হেলথ কেয়ার, ইন্টারেক্টিভ ওয়ালস।

MSDE এবং MoE-এর লক্ষ হল ভবিষ্যতে অটোমেশন এবং ডিজিটাইজেশন আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার উপায়কে কিভাবে পরিচালিত করে। যা প্রদর্শনীতে আসা ভিজিটররা দেখতে পাবেন।

শিক্ষানবিশ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ UNICEF- MSDE

কলকাতা: ভবিষ্যতে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান যাতে সহজ হয় অর্থাৎ ভারতীয় যুবকদের কাজের জন্য যাতে কোন বড় ধরণের চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন হতে না হয় সেই কথা মাথায় রেখেই UNICEF-YuWaah-এর সাথে প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট ২০২৩-২০২৭-এর অধীন পার্টনারশিপ করল ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক / MSDE। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে উভয় সংস্থাই তাদের দক্ষতা, স্কিলিং, গাইডেন্স ও সাপোর্টের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে ২১ শতকের কর্ম জগতের জন্য উপযোগী করে তুলবে। যাতে ভবিষ্যতে তাদের কাজ পেতে অসুবিধা না হয়। UNICEF-YuWaah-র পার্টনারশিপের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন MSDE-র সেক্রেটারি অতুল কুমার তিওয়ারি।

MSDE এবং UNICEF উভয়ই ২১ শতকের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষানবিশ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউনিসেফ-এর একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম হল YuWaah। যা বিশ্বব্যাপী জেনারেশন আনলিমিটেড নামে পরিচিত এবং যার লক্ষ্য হল উৎপাদনশীল কাজে দেশের যুব সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত করা। ২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে আর্থিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে MSDE-র সাথে কাজ করে চলছে YuWaah।

রেসেপিরেটরি সেগমেন্টে ভারতের বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড গ্লেনমার্ক

কলকাতা: ভারতীয় রেসপিরেটরি ওষুধের বাজারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড / গ্লেনমার্ক। Glenmark Ascoril, Ascoril LS, Ascoril D এবং Alex এর মত ব্র্যান্ডের সাথে রেসেপিরেটরি সেগমেন্টের ওষুধের জন্য গ্লেনমার্ক আজ ভারতের একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, গত এক বছরে, লাখেরও বেশি চিকিত্সক গ্লেনমার্কর রেসেপিরেটরি সেগমেন্টের ওষুধ গুলি প্রেসক্রাইব করেছে। যা দেশ ব্যাপী সমস্ত বয়সের প্রায় চার কোটিরও বেশি রোগী উপকৃত হয়েছেন। বিশেষত যাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা রয়েছে। গ্লেনমার্কের Bilazap M এবং Ryaltris AZ/Mono রোগী এবং ডাক্তারদের মধ্যে

ভীষণ ভাবে জনপ্রিয়।

গ্লেনমার্ক ভারতে আধুনিক ওএডি (অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ) ব্যবস্থাপনায় অগ্রগামী, এবং দেশে হাঁপানি ও সিওপিডি - ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে অপূর্ণ রোগীর চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রথম কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি। গ্লেনমার্ক ডিজিটাল ডোজ ইনহেলার, আল্ট্রা LABA + ICS, একক ইনহেলার ট্রিপল থেরাপি, এবং নেবুলাইজড LAMA লঞ্চ করার মাধ্যমে ক্রনিক রেসপিরেটরি স্পেসে উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তন করেছে।

ফ্লু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভ্যাকসিন

আসানসোল: ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম রিপোর্টে দেখা গেছে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত রেসেপরেটরি প্রবলেম বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক মিলিয়ন।

উত্তর-পূর্ব ভারত সম্প্রতি ফ্লুতে আক্রান্তদের নমুনা পরীক্ষা করে হয়েছে। পরীক্ষাতে ৭% ফ্লু আক্রান্তের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা অ্যাবট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে এই ধরনের মরসুমে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এই ঋতুতে বেশিরভাগ সংক্রমণ H3N2 সাব-টাইপ দ্বারা তৈরি হয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভ্যাকসিন-প্রতিরোধযোগ্য রোগ। WHO সুপারিশ অনুযায়ী ভ্যাকসিন বর্তমানে ইনফ্লুয়েঞ্জা স্ট্রেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই এই ফ্লু নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশি সংখ্যক মানুষের বার্ষিক ফ্লু শট নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

পর্যটকদের সর্বোত্তম পরিষেবা দিতে তৈরি Fortune Resort

শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং-এ Fortune Resort চালু করল ITC-এর হোটেল চেইনের Fortune Hotels গ্রুপস। শহরের জীবনের স্বাভাবিক ব্যস্ততা থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এই রিসোর্টটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি নিখুঁত মেল বন্ধন অফার করে পর্যটকদের। যা পর্যটকদের খুব সহজেই আকৃষ্ট করবে। উল্লেখ্য, কলকাতা এবং দুর্গাপুরের পরে কালিম্পং-এ প্রকৃতির কোলে এটি Fortune-এর তৃতীয় সম্পত্তি।

মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার চোখ জুড়ানো ভিউ সহ Fortune Resort-এর রুম এবং স্যুট গুলির ইন্টিরিয়র কালিম্পং-এর প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূরক। আতিথিয়েতার কথা মাথায় রেখে Fortune Resort-এ ওপেন-এয়ার সুইমিং পুল সহ রয়েছে একটি অত্যাধুনিক স্পা। যা সারাদিন দর্শনীয় স্থান ঘোরার পর পর্যটকদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে।

Fortune Hotels-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সামির এমসি বলেন, অনন্য সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক স্থাপত্য, বৌদ্ধ মঠ এবং বিস্তীর্ণ চা বাগানে সমৃদ্ধ তিস্তা নদীর তীরে কালিম্পং-এ আগত পর্যটকদের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ Fortune।

পুরানো ফোন এক্সচেঞ্জ করতে ১০ দিন সময় পাবেন গ্রাহকরা

কলকাতা: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস Flipkart তার 'এক্সচেঞ্জ নাও, হ্যান্ডওভার লেটার' প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকরা নতুন ফোন কেনার ১০ দিন পরে পুরানো ফোন এক্সচেঞ্জ করার সুবিধা পাবেন। এই প্রোগ্রামটি দেশব্যাপী ১৫,০০০ পরিষেবাযোগ্য পিন কোড জুড়ে চালু করা হবে। ফ্লিপকার্টে নতুন ফোন কিনতে গ্রাহকরা যেকোনো জায়গা থেকে কেনা স্মার্টফোন বিনিময় করতে পারবেন।

ফোন এক্সচেঞ্জ করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ গ্রাহকদের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ডেটার নিরাপদ স্থানান্তর। এই অসুবিধা দুর করতে Flipkart থেকে ফোন কেনার পর গ্রাহকরা তাদের পুরানো ফোন থেকে নতুন ফোনে ডেটা স্থানান্তর করার জন্য ১০ দিন সময় পাবে।

বার্ষিক প্রায় ৫ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য তৈরিতে অবদান রাখছে। এক্সচেঞ্জ নাও, হ্যান্ডওভার লেটার প্রোগ্রাম কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতেও সাহায্য করবে কারণ এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরানো ফোনগুলি Yaantra-তে পুনর্নবীকরণ করা হবে।

উন্নত MediaTek ৯,০০০ 5G প্রসেসরে পরিপূর্ণ V Fold

মুম্বই: ফোল্ড স্মার্টফোন PHANTOM V Fold 5G লঞ্চ করল TECNO প্রিমিয়াম টেকনোলজি। বলিউড তারকা এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আয়ুষ্মান খুরানার উপস্থিতিতে JW Marriott, Sahar-এ V Fold 5G লঞ্চ করল TECNO। কালো এবং সাদা রঙের উপলব্ধ Phantom V Fold এর দাম 88,888 টাকা। আকর্ষণীয় লঞ্চ অফার সহ ২২ এপ্রিল থেকে খুচরা প্রি-বুকিং শুরু হবে। যার সাথে ৫,০০০ টাকার বিনামূল্যের উপহারও রয়েছে।

সবচেয়ে বড় ৭.৮৫" 2K+ LTPO ডিসপ্লে সহ শিল্প-প্রথম ফুল সাইজ ফোল্ড সহ উপলব্ধ TECNO PHANTOM V Fold 5G। এছাড়াও ফোনটিতে একটি ডুয়াল-স্ক্রিন ডিসপ্লে এবং একটি ৫- লেন্সের আল্ট্রা এইচডি ক্যামেরা রয়েছে। ফোনটি একটি দক্ষ UI প্রদান করার জন্য Android 13-এর উপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে ডিজাইন করা HiOS দ্বারা সমর্থিত। পাওয়ার-প্যাকড ৪৫W চার্জার সহ বৃহত্তম ৫০০০ mAh ব্যাটারি রয়েছে। V Fold 5G ফোনটি ৪-ন্যানোমিটার তৈরির উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে উন্নত MediaTek ৯,০০০ 5G প্রসেসরে পরিপূর্ণ।

বীরভূম জেলায় উদ্যোক্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে AIACA-ফ্লিপকার্ট

কলকাতা: ১২ এপ্রিল, ২০২৩: টেক্সটাইল এবং হস্তশিল্প উদ্যোগের জন্য একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে AIACA-এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে ফ্লিপকার্ট ফাউন্ডেশন। যার লক্ষ হল ভারতে টেক্সটাইল এবং হস্তশিল্প ভিত্তিক সবুজ উদ্যোগের বিকাশ এবং প্রচারকে উত্সাহিত করতে টেকসই এবং প্রতিলিপিযোগ্য মডেল প্রতিষ্ঠা করা। বলাবাহুল্য, এই উদ্যোগটি শুরু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় একটি উদ্যোক্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

এই প্রোগ্রামটি দুটি টেক্সটাইল এবং হস্তশিল্প-ভিত্তিক উদ্যোগকে পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলন গ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যার লক্ষ হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী কারিগরদের ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং ফ্লিপকার্ট ফাউন্ডেশনের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে বীরভূমের দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বাড়ানো। এই প্রতিষ্ঠান দুটি হল - চৌহাট্টা কাঁথা স্টিচ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রাম সেবা সমিতি। তারাশঙ্করের ২০০ জন কারিগর মহিলা রয়েছে। যার মধ্যে ৭৭% হল SC/ST এবং OBC সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই কারিগররা কলার ফাইবার কারুশিল্প তৈরি করে। এই উদ্যোগটি ইতিবাচকভাবে ১,২৬৫ জন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে। এছাড়া এই প্রোগ্রামটি "ন্যাশনাল রিসোর্স ফ্যাসিলিটি নেটওয়ার্ক (NRFN)" নামে দিল্লিতে একটি কেন্দ্রীয় হাবের সাথে যুক্ত হয়েছে।

৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ প্রদান করে WH-CH520

নতুন দিল্লি: নতুন অন-ইয়ার ওয়্যারলেস WH-CH520 হেডফোন লঞ্চ করল Sony India। এই অন-ইয়ার ওয়্যারলেস হেডফোনগুলি উন্নত কল কর্মক্ষমতা সহ সারাদিন গান শোনার জন্য ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ প্রদান করে। Sony India-র এই নতুন WH-CH520 হেডফোনটিতে

ডিজিটাল সাউন্ড এনহ্যান্সমেন্ট ইঞ্জিন (DSEE) বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যাতে শিল্পী তার ইচ্ছামত উচ্চ-মানের শব্দ তৈরি সহ ডিভাইসগুলির মধ্যে সহজ সংযোগের জন্য মাল্টিপয়েন্ট সংযোগ করতে পারবেন। কালো, সাদা, নীল এবং বেইজে কালারে উপলব্ধ WH-CH520 হেডফোনটি ১১ এপ্রিল থেকে প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট জুড়ে পাওয়া যাবে। যার দাম ৪,৪৯০টাকা।

CNG বাজারে বিপ্লব ঘটালো টাটার Altroz

কলকাতা: Altroz iCNG-র বুকিং খোলার মাধ্যমে CNG বাজারে বিপ্লব ঘটালো Tata Motors। শীঘ্রই Altroz iCNG লঞ্চ করবে Tata। যা ভারতের প্রথম টুইন সিলিন্ডার CNG প্রযুক্তি। উল্লেখ্য, Altroz iCNG হল টাটা মোটরসের সফল মাল্টি-পাওয়ারট্রেন। যা এখন Altroz রেঞ্জের চতুর্থ পাওয়ারট্রেন বিকল্পে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাক Tata Altroz গ্রাহকদের জন্য তার বহু প্রতীক্ষিত iCNG বুকিং খুলে দিল। গ্রাহকরা এখন থেকে মাত্র ২১,০০০ টাকায় Altroz iCNG বুক করতে পারবেন। চলতি বছরের মে মাসে ডেলিভারি শুরু হবে Altroz-এর। Tata Motors-এর লক্ষ হল CNG Altroz-এর মাধ্যমে ভারতে পেট্রোল এবং ডিজেল গাড়ির মতো CNG গাড়ির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো।

জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত অটো এক্সপো ২০২৩-এ Altroz iCNGকে লোক সমক্ষে নিয়ে আসে Tata Motors। বলাবাহুল্য, ভারতের প্রথম টুইন সিলিন্ডার CNG প্রযুক্তি হওয়ার জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। Altroz-এ রয়েছে CNG মালিকদের জন্য ব্যবহারযোগ্য বুট স্পেস। চারটি ভেরিয়েন্টে XE, XM+, XZ এবং XZ+ ও অপেরা ব্লু, ডাউনটাউন রেড, আর্কেড গ্রে এবং অ্যাভিনিউ হোয়াইট রঙে পাওয়া যাবে Altroz iCNG।

২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

নতুন দিল্লি: চলতি বছরের ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অন-গ্রাউন্ড সংস্করণের তারিখ ঘোষণা করল Jio MAMI / মুম্বাই অ্যাকাডেমি অফ মুভিং ইমেজ। যা চলবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের লক্ষ হল এর লক্ষ্য বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র উত্সব এবং ইয়ার রাউন্ড প্রোগ্রাম (YRP) তার নতুন সিনেমাটিক ভয়েসের জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরির মাধ্যমে ফিল্ম নির্মাতাদের একত্রিত করতে চায়।

এই প্রোগ্রামটি গ্লোবাল মিডিয়া মেকারদের সাথে ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ব্যুরো অফ এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে একটি পার্টনারশিপ। যা ফিল্মমেকার শিক্ষা, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, পেশাদার নেটওয়ার্কিং মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ২০২৩ সালের জন্য Jio MAMI ইয়ার রাউন্ড প্রোগ্রামের দুটি অংশ রয়েছে: একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অনুশীলনকারী চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযুক্তিবিদ, সিনেফাইল এবং নতুন দর্শকদের জন্য। যারা সারা বিশ্ব থেকে চলচ্চিত্র দেখতে, আলোচনা করতে এবং সংযোগ করতে পছন্দ করেন। দ্বিতীয়টি, YRPpro, হল একটি দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং প্রযুক্তিবিদদের অনুশীলন করার জন্য আপস্কিলিং প্রোগ্রাম।

৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ প্রদান করে WH-CH520

নতুন দিল্লি: নতুন অন-ইয়ার ওয়্যারলেস WH-CH520 হেডফোন লঞ্চ করল Sony India। এই অন-ইয়ার ওয়্যারলেস হেডফোনগুলি উন্নত কল কর্মক্ষমতা সহ সারাদিন গান শোনার জন্য ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ প্রদান করে। Sony India-র এই নতুন WH-CH520 হেডফোনটিতে

ডিজিটাল সাউন্ড এনহ্যান্সমেন্ট ইঞ্জিন (DSEE) বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যাতে শিল্পী তার ইচ্ছামত উচ্চ-মানের শব্দ তৈরি সহ ডিভাইসগুলির মধ্যে সহজ সংযোগের জন্য মাল্টিপয়েন্ট সংযোগ করতে পারবেন। কালো, সাদা, নীল এবং বেইজে কালারে উপলব্ধ WH-CH520 হেডফোনটি ১১ এপ্রিল থেকে প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট জুড়ে পাওয়া যাবে। যার দাম ৪,৪৯০টাকা।

দার্জিলিং-এ প্রকাশ পেল Not An Accidental Rise

এজেন্সি: আজ দার্জিলিংয়ে প্রকাশ পেল ডঃ দীপমালা রোকার লেখা হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার জীবনী Not An Accidental Rise। বইটিতে ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব এবং বর্তমানে ভারতের G20 প্রেসিডেন্সির প্রধান সমন্বয়কারী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার জীবন ও কর্মজীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যিনি দার্জিলিং এবং সিকিমের বাসিন্দা। ইংরেজি সংস্করণ ছাড়াও এই অঞ্চলের

সর্বাধিক কথ্য ভাষা নেপালি ভাষায় বইটির একটি ডিজিটাল অনুবাদও চালু করা হয়েছে।

সিকিম ইউনিভার্সিটি গ্যাংটকের আন্তর্জাতিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ দীপমালা রোকা তাঁর লেখা বইটিতে হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে Not An Accdental Rise হল একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নিখুঁত দৃঢ়তা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন।

দার্জিলিংয়ে বই প্রকাশ উপলক্ষে হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা দার্জিলিংয়ের যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়ে বলেন, দার্জিলিং শহর এবং দার্জিলিং জেলার তরুণদের তাঁদের দক্ষতা প্রমাণের জন্য আরও ভাল সুযোগ দিতে হবে। যাতে তারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন।

কর্মখালি

কোচবিহারে একটি বৃদ্ধাশ্রম শুরু হচ্ছে, তার জন্য কিছু লোক নেওয়া হবে, বিষদ বিবরণের জন্য আমাদের অফিসের নোটিশ বোর্ডে যোগাযোগ করুন।

ঠিকানা: কোচবিহার অনাসৃষ্টি, অমরতলা, কোচবিহার

ফোন নং- 9434083657

চলছে ডিএসএ এর সদস্য পুনর্নবিকরণ

পার্থ নিয়োগী: গত ১ লা এপ্রিল থেকে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক সদস্যপদ পুনর্নবিকরণ শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৩০ এপ্রিল অবদি। প্রতিদিন বিকেলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিজেদের মেম্বারশিপ কার্ড সাথে নিয়ে এসে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ডিএসএ এর কার্যালয়ে এসে সদস্যরা নিজেদের বার্ষিক সদস্যপদ পুনর্নবিকরণ করছেন।

ললিতমোহন ও হেমলতা ট্রফি চ্যাম্পিয়ন প্রাইমারি

বিশেষ সংবাদদাতা: শান্তিনগর ইউনিক ক্লাব আয়োজিত ললিতমোহন ও হেমলতা ট্রফি ৪০ ঊর্ধ্ব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল প্রাইমারি স্কুল রিক্রিয়েশন ক্লাব। গত ১১ এপ্রিল ফাইনালে প্রাইমারি স্কুল রিক্রিয়েশন ক্লাব ২০ রানে হলদিবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। প্রথমে ব্যাট করে প্রাইমারি স্কুল রিক্রিয়েশন ক্লাব ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। প্রাইমারির হয়ে সুদীপ চক্রবর্তী সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হলদিবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১০২ রান করতে সমর্থ হয়। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার সুদীপ চক্রবর্তী ২ উইকেট নেয়। এদিন পুরস্কার তুলে দেন ব্লক কৃষি আধিকারিক দীপ সিনহা, শিক্ষক নীলকমল সরকার, শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের নিরঞ্জন সরকার প্রমুখ।

ব্যায়াম বিদ্যালয়ের জন্মদিন

পার্থ নিয়োগী: পয়লা বৈশাখ দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল। এদিন ব্যায়াম বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সভাপতি দিলীপকুমার দে ও মহামায়াপাট কমিটির সম্পাদক শংকরকুমার সাহা। এরপর বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক বিভুরঞ্জন সাহা ও সভাপতি দিলীপকুমার দে কেক কেটে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। সেইসঙ্গে উপস্থিত সকলকে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় গোটা ব্যায়াম বিদ্যালয় আলোকসজ্জায় সাজানো হয়।

কোচবিহারে সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত আইএফএ সম্পাদক

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাকে সংবর্ধনা দেবে এটা তিনি জানতেন। কিন্তু তাই বলে এতটা ভালোবাসা তিনি পাবেন কোচবিহার থেকে সেটা তিনি আগাম বুঝতে পারেননি। ফলে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংবর্ধনা সভায় এসে আবেগে আপ্লুত হলেন আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। গত ১০ এপ্রিল কোচবিহার নেতাজি সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে সংবর্ধনা প্রদান করা হোল আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। এদিনের সংবর্ধনা সভায় অনির্বাণবাবুর সাথে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ-এর সহসভাপতি বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি। এদিন অনির্বাণ দত্তের গলায় বিশাল ফুলের মালা পড়িয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। অনির্বাণ দত্তের গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেবার সময় সমস্ত ইন্ডোর স্টেডিয়াম উপস্থিত সকলের করতালিতে মুখর হয়ে এক অন্য পরিবেশের সৃষ্টি করে। এরপর আইএফএ সম্পাদকের হাতে ফুলের স্তবক তুলে দেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার পদস্থ কর্তারা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাবের, রেফারি সংগঠনের তরফেও আইএফএ

সম্পাদকের হাতে পুষ্পস্তবক, স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সম্পাদক সুব্রত দত্ত বলেন, 'আজকে আমাদের কাছে খুব আনন্দের দিন যে এই প্রথম কোচবিহারে কোন আইএফএ সম্পাদক এলেন বলে। এর জন্য তিনি অনির্বাণ দত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সাথে সুব্রতবাবু ধন্যবাদ জানান আইএফএ সহসভাপতি বিশ্বজিৎ ভাদুড়িকে। সুব্রতবাবু বলেন, আমরা বিশ্বজিৎবাবুকে আইএফএ সহসভাপতি করেছি তাঁর কারণ তিনি জেলার মানুষ। ফলে জেলার ফুটবলের প্রতি তিনি নজর দেবেন বেশি করে। আর সেটা বাস্তবে বিশ্বজিৎবাবু করেও দেখিয়েছেন'। এই স্বাগত ভাষণেই সবচেয়ে বড় চমকের ঘোষণা করেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। তিনি বলেন অনূর্ধ্ব ১২, ১৭ এবং সিনিয়র রাজ্য ফুটবলের জোনাল খেলা এবার কোচবিহারে করছে আইএফএ। ঠিক এই ঘোষণার সময়েও করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ইন্ডোর স্টেডিয়াম। কোচবিহারের মহারাজাদের ফুটবল প্রেমের কথাও উঠে আসে সুব্রতবাবুর কথায়। এরপর বলতে ওঠেন আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। তিনি প্রথমেই কোচবিহারের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাকে এইভাবে ভালোবাসার জন্য। এরপর তিনি বলেন, 'জেলার ফুটবলের উন্নতি হলে, জেলা থেকে নতুন প্রতিভা উঠে এলেই বাংলার ফুটবলের উন্নতি হবে। কলকাতার ফুটবল প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমি নিজেও জর্জ টেলিগ্রাফ নামে একটা ফুটবল দল চালাই। কিন্তু কলকাতার ফুটবলে দেখি শহর কলকাতা বাদে আশেপাশের গুটিকয়েক জেলার ফুটবলাররা খেলার সুবিধা পান। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সমগ্র বাংলার প্রতিটি জেলার ফুটবলাররাই যেন সমান সুবিধা পায়। এরজন্য বিভিন্ন জেলায় তারা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করছেন। অনূর্ধ্ব ১২ রাজ্য ফুটবল সফলভাবে আয়োজনের জন্য তিনি কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেসাথে অনির্বাণবাবু বলেন, শুধুমাত্র সফল আয়োজক হিসেবে নয় সেসাথে আগামীতে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সাফল্য পায় কোচবিহার সেটাও তিনি মনে-প্রাণে চান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তা ও কোচেদের সাথে আইএফএ সম্পাদকের সাথে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বের অনুষ্ঠান।

৭৩ তম রাজ্য ওয়েটলিফটিং অনুষ্ঠিত হলো দিনহাটায়

পার্থ নিয়োগী: দিনহাটা মহামায়া পাঠ ব্যায়াম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল তিনদিনের ৭৩ তম রাজ্য ওয়েটলিফটিং প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রথম দিন ৭৯ কেজি পুরুষ বিভাগে প্রথম হন দীপ্তিমান পাত্র ৫৫ কেজি পুরুষ যুব জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে প্রথম হন অনিক মোদি। ৬১ কেজি পুরুষ বিভাগে যুব ও জুনিয়ার এ প্রথম হন রিতম মাল। সিনিয়র পুরুষ বিভাগে প্রথম হন পল্লব মাল। ৬৭ কেজি পুরুষ বিভাগে যুবতে প্রথম হন সায়ন্তন মাঝি। পুরুষ বিভাগের জুনিয়ার ও সিনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন রোহিত মাল। দ্বিতীয় দিন পুরুষ যুব ও জুনিয়ারে ৭৩ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন কল্লোল মাল। যুবতে ৮১ কেজি পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে কুণাল শিকদার। পুরুষ যুব বিভাগের ৮৯ কেজিতে প্রথম স্থান পেয়েছেন বিপ্রদীপ জানা। পুরুষ জুনিয়ারে ৯৬ কেজিতে সুমন গাইন প্রথম স্থান পেয়েছে। একই বয়স বিভাগের ১০৯ কেজিতে প্রথম হন সুরজিৎ শেঠ। সিনিয়ারের ১০২ কেজিতে প্রথম স্থান গিয়েছে দূতকুমার পাখিরার দখলে। দলগতভাবে সিনিয়র এবং জুনিয়ার দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয় হুগলি। যুব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে নদিয়া ও হুগলি।

মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে সেরার সেরা হয়েছেন তনুশ্রী মণ্ডল (সিনিয়ার), রাজেশ্বরী হালদার (জুনিয়ার) ও পূর্ণিমা হালদার (যুব)। মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী যথাক্রমে স্নেহা হালদার (সিনিয়ার, ৮৭ ঊর্ধ্ব কেজি), ৮৭ কেজিতে প্রতিমা দাস (সিনিয়ার), চৈতালি দত্ত (জুনিয়ার), ৮১ কেজিতে সঞ্জনা ঢাক (সিনিয়ার), রিথি বাগ (জুনিয়ার), ৭৬ কেজিতে শম্পা শেঠ (সিনিয়ার), সুমিতা সরকার (জুনিয়ার), ৭১ কেজিতে শ্বেতা কুণ্ডু (সিনিয়ার), ভূমিকা যাদব (জুনিয়ার), ৬৪ কেজিতে কাকলি বিশ্বাস (সিনিয়ার), মিলি বাগ (জুনিয়ার ও যুব), ৫৯ কেজিতে বর্ষা বর (সিনিয়ার, জুনিয়ার ও যুব), ৫৫ কেজিতে তনুশ্রী (সিনিয়ার ও জুনিয়ার), রাজেশ্বরী (যুব), ৪৯ কেজিতে পূর্ণিমা (সিনিয়ার, জুনিয়ার ও যুব) এবং ৪৫ কেজিতে সঞ্চিতা দাস (সিনিয়ার ও জুনিয়ার), তানিয়া সেনগুপ্ত (যুব)। পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ, আইসি সুরজ থাপা, ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপকুমার দে, সচিব বিভুরঞ্জন সাহা প্রমুখ।

নববর্ষে বারপুজোয় মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: বাংলা নববর্ষের প্রথমদিনে কলকাতা ময়দানের বারপুজা আমাদের অতিপরিচিত দৃশ্য। বর্তমানে কলকাতা ময়দানের বারপুজো তার জৌলুস হারিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু কোচবিহারে নববর্ষের দিন এখন বারপুজোর জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী। পয়লা বৈশাখের সকালে সেটাই দেখা গেল কোচবিহারে। কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমির তরফে এদিন এবিএন শীল কলেজের মাঠে ফুটবল, গোল পোস্টে পুজো করা হয়। অ্যাকাডেমির সচিব সমীর ঘোষ বলেন, "চার বছর ধরে আমরা বারপুজো করি। খুদে ফুটবলাররা যাতে ভালোভাবে ফুটবলের প্রশিক্ষণ নিয়ে সাফল্য পায় সেই কামনা করেই বার পুজো হল।' জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীরাও তাদের স্কুল মাঠে এদিন বারপুজো করে। প্রাক্তনীদের তরফে অশোকতরু তালুকদার বলেন 'কিছুদিন পরেই

প্রাক্তনীদের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। তাই তার আগে এই বারপুজোর আয়োজন'।

জেলার আরেক প্রান্ত হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের বার পুজোয় গোলপোস্টের পাশে কয়েকটি ফুটবল রেখে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো হয়। ক্লাবের ২৫ জন খেলোয়াড়ের হাতে খেলার পোশাক, ট্র্যাকসুট তুলে দেন ক্লাব সভাপতি শংকর কুমার দাস, সচিব পঙ্কজ সরকার, স্পনসর পাপ্পু দে ক্লাব সদস্য মলয় ভদ্র মন্টু রায় রঞ্জিত মল্লিক প্রমুখ। এছাড়াও জুনিয়র ও সিনিয়র দলের মধ্যে প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় এদিন। দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের বারপুজোয় ছেলে এবং মেয়েদের ফুটবল দলের টি- শার্টের উন্মোচন করা হয়। পরে কোচিং ক্যাম্পের মেয়েদের সঙ্গে ধাপড়া মহিলা টিমের প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রীন কোচবিহারে লক্ষে কোচবিহার হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটি

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি কোচবিহার হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটি তাদের পঞ্চমবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পাঁচটি গাছ রোপণ করল। তাদের আগামীতে পরিকল্পনা রয়েছে ঐতিহাসিক হেরিটেজ কোচবিহার শহরে রাজ আমলে যেসব গাছ ছিল প্রচুর। যা এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই গাছ পুনরায় কোচবিহারে নানান জায়গায় সারা বছর ধরে বৃক্ষ রোপণ করে কোচবিহারকে গ্রীন কোচবিহার ক্লিন কোচবিহার করার।

এদিনের এই কাজে তাদের পাশে ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী বিনয় বর্মন, সাথে উপস্থিত ছিলেন তাদের ক্লাব মেন্টর ডিএসপি ডাক্তার চন্দন দাস এর মেন্টর বিকাশ তসনেওয়াল, মেন্টর ভোলা বণিক এবং কোচবিহার ডিএসএ কর্মকর্তা ও সাথে ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যবৃন্দ সেইসাথে হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটির সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ 'পূর্বোত্তর'কে জানান, "পাঞ্জাব অমৃতসর থেকে দা মিনিস্টারি বাইক রাইডিং ক্লাব (পাঞ্জাব) তাদের ভ্রমণ শুরু করেছে। ১০ হাজার কিলোমিটার বাইক চালিয়ে সিকিম ভ্রমণ করে কোচবিহার হয়ে নর্থইস্ট ভ্রমণ করবেন তারা। প্রত্যেক শহরে পাঁচ থেকে দশটি করে বৃক্ষ রোপণ করবেন তারা। আর তাদেরকে এই মহৎ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হেরিটেজ রাইডার্স সোসাইটি'।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96